2020

BENGALI

(Modern Indian Language)

Full Marks : 100

Pass Marks : 33

Time : Three hours

All questions are compulsory.

Marks are indicated against each question.

UNIT – I (Prose)

'ক' গুচ্ছ : (গদ্যাংশ)

১ ও ২ নম্বর প্রশ্নের প্রত্যেকটির তিনটি করে উত্তর দেওয়া আছে—ক, খ, গ।

প্রতিটি প্রশ্নের শুদ্ধ উত্তরটি লেখ।

১। সাংখ্য দর্শনশাস্ত্র রচনা করেন- ১

(ক) চার্বাক মুনি।

(খ) কপিল মুনি।

(গ) বিশ্বামিত্র মুনি।

২। ১৯৭৯ সনে রাষ্ট্রীয় শিক্ষা এবং গবেষণা পরিষদ কত প্রকার মূল্যবোধের তালিকা প্রস্তুত করেছিল? ১

(ক) চুরাশি প্রকার।

(খ) পঁচাশি প্রকার।

(গ) ছিয়াশি প্রকার।

৩। 'মানুষের মন' গল্পের নরেশ এবং পরেশের ছোট ভাইয়ের নাম কী? ১

৪। 'আমি যদি নেপোলিয়ান হইতাম, ওয়াটার্লু জিতিতে পারিতাম কি না,'—ওয়াটার্লু গ্রামটি কোন দেশের অন্তর্গত? এখানে কার কার মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল? ২

৫। 'আদালতের বিচারে তাঁহার দশটাকা জরিমানা হইয়া গেল।'—কার কেন জরিমানা হয়েছিল? ২

৬। 'These words should be ready for instant use by every honest scientist—'I don't know'—কে কোন গ্রন্থে এই উপদেশ দিয়েছেন? ২

৭। 'এই সময়টি জীবনের জটিলতম এবং সংকটপূর্ণ সময়।'—এই মতটি কার? কোন সময়টি জীবনের সংকটপূর্ণ সময়? ২

৮। সামাজিক মূল্যবোধ কী? উদাহরণ সহ আলোচনা কর। ৩

৯। 'পরেশ' গল্পের মজুমদার বংশের বড়কর্তার নাম কী? তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। ৪

১০। প্রমাণ কাকে বলে? সাংখ্য দর্শনে কী কী প্রমাণ গ্রাহ্য? ৪

১১। কমলাকান্ত ও বিড়ালের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সমকালীন সমাজ ব্যবস্থায় ধনী-দরিদ্রের আর্থিক অসাম্যের যে বিবরণ পাওয়া যায় তা আলোচনা কর। ৮

UNIT – II (Poetry)

'খ' গুচ্ছ : (পদ্যাংশ)

১২ ও ১৩ নম্বর প্রশ্নের তিনটি করে উত্তর দেওয়া আছে—ক, খ, গ। প্রতিটি প্রশ্নের শুদ্ধ উত্তরটি লেখ।

১২। 'কনফুসিয়াস? চার্বাক চেলা? বলে যাও, বলো আরো'—কনফুসিয়াস কোন দেশের দার্শনিক? ১

(ক) চিন দেশের।

(খ) জাপান দেশের।

(গ) জার্মান দেশের।

১৩। 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত? ১

(ক) মহাপৃথিবী।

(খ) রূপসী বাংলা।

(গ) ধূসর পাণ্ডুলিপি।

১৪। শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ ১

'দেখিতে পাও না তুমি ———— দাঁড়ায়েছে দ্বারে।'

১৫। 'কালো দ'তের কালি দিয়েই কেতাব কোরান লেখি।'—কোরান কোন ধর্মের মূল শাস্ত্রগ্রন্থ? ১

১৬। 'এই কন্দরে আরব-দুলাল শুনিতেন আহ্বান।'—'কন্দর' শব্দের অর্থ কী? 'আরব-দুলাল' কাকে বলা হয়েছে? ২

১৭। 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর।'—বাংলার মুখ দেখে কবি আর পৃথিবীর রূপ খুঁজতে যান না কেন? ২

১৮। 'রঙ পেলে ভাই গড়তে পারি রামধনুকের হার।'—'রামধনুক' কী? ২

১৯। 'ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়'—কে কেন ইন্দ্রের সভায় নেচেছিল? ৩

২০। 'হৃদয়ের ধ্যান-গুহা-মাঝে বসিয়া শাক্যমুনি
ত্যজিল রাজ্য মানবের মহাবেদনার ডাক শুনি।'—ব্যাখ্যা কর। ৪

২১। 'দুর্ভাগা দেশ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমাজচিন্তা ও প্রগতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা লিপিবদ্ধ কর। ৮

UNIT – III (Reading)

'গ' গুচ্ছ : (পঠন)

২২। নিম্নোক্ত রচনাংশটি পড়ে প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা অলঙ্কৃত করতেন পাঁচজন পণ্ডিত। সভাকবিদের পঞ্চরত্নের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রত্ন জয়দেব। তিনি তাঁর গীতগোবিন্দ কাব্যটির জন্য কালজয়ী কবি প্রতিভার অমর সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় সাহিত্যে কালিদাসের মেঘদূতের পরেই জয়দেবের গীতগোবিন্দ বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

গীতগোবিন্দ আখ্যায়িকামূলক কাব্য। এতে আখ্যান, নাটকীয়তা ও সঙ্গীত-এই তিন রীতির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। গ্রন্থে রাধা-কৃষ্ণ ও সখীর কাহিনী সংলাপ ও গানের সাহায্যে বিবৃত হয়েছে। কবি মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করে পাত্র-পাত্রীর ও ঘটনার সেতুবন্ধ রচনা করেছেন। গীতগোবিন্দ আসলে সংলাপ ও গানের সমন্বয়ে গীতি রসার্দ্র আখ্যানকাব্য।

জয়দেব রাধা-কৃষ্ণের পৌরাণিক প্রসঙ্গের সঙ্গে লৌকিক রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলা যোগ করে মানবিক জীবনরস ও ভক্তিপ্রাণতার মধ্যে অপূর্ব এক সেতুবন্ধ রচনা করেছেন। এস্থলে বলা দরকার যে, গীতগোবিন্দের সর্বভারতীয় স্বীকৃতির ক্ষেত্রে বিশিষ্ট কাব্যরস অপেক্ষা ভক্তিরসের প্রবণতাই কাজ করেছে বেশি। মহাপ্রভু চৈতন্য কর্তৃক গ্রন্থটি আস্বাদিত হওয়ার ফলে বাংলার বৈষ্ণব সমাজ এটিকে নিত্য পঠিতব্য পবিত্র গ্রন্থ হিসাবে পরম শ্রদ্ধায় গ্রহণ করে।

বাংলা সাহিত্যের উপর গীতগোবিন্দের অপরিসীম প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বড়ু চণ্ডীদাস থেকে শুরু করে বিদ্যাপতি, দ্বিজ চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস ও রায়শেখর প্রমুখ পদকর্তাগণ-পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর পরের অনেক কবিও জয়দেবের দ্বারা প্রভাবিত।

ভাব-ভাষা-ছন্দ ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে গীতগোবিন্দের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে বাংলা সাহিত্যে। জয়দেবকে বাদ দিয়ে বাংলা সাহিত্যের আলোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না। জয়দেব বাংলা সাহিত্যে ভাববৈশিষ্ট্য ও রূপকর্মের দিকে থেকে আদিযুগের পথ নির্মাতা। ভাবে ভাষায়, রুচি ও

চিন্তায় এবং কাহিনীগত ঐতিহ্যে গীতগোবিন্দ বাংলা সাহিত্যে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তাই প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় গীতগোবিন্দের আলোচনা অপরিহার্য। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কায়া ও কান্তি গঠনে জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রভাব অপরিসীম।

(ক) জয়দেব কোন রাজসভার কবি ছিলেন? ১

(খ) জয়দেবের কোন কাব্যটি কালজয়ী মহিমা অর্জন করেছে? ১

(গ) গীতগোবিন্দ কাব্যে কী কী বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়? ২

(ঘ) গীতগোবিন্দের সর্বভারতীয় স্বীকৃতির ক্ষেত্রে কোন রসের প্রবণতা বেশি কাজ করেছে? ১

(ঙ) প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য আলোচনায় গীতগোবিন্দের আলোচনা অপরিহার্য কেন? ২

২৩। সারাংশ লেখ ঃ ৩

মহাপুরুষরা যুগে যুগে মানব সমাজকে প্রকৃত পথ দেখানোর উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। তাঁদের জীবনের যাবতীয় আচরণ আমাদের অনুকরণযোগ্য। তাঁরা চরিত্রে পূত, আদর্শে মহান, জ্ঞানে গরীয়ান এবং কর্মে নিষ্ঠাবান, তাই তাঁরা আমাদের কাছে অনুসরণীয় আদর্শ। তাঁদের কর্মধারা অনুসরণ করলে আমরা যশস্বী হতে পারি। তাঁরা যে পথে গমন করে যশ অর্জন করেছেন, সেই পথ পরীক্ষিত। সেই পথে চলে আমরা প্রতিভাহীন হলেও অনায়াসে খ্যাতির মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হতে পারব। মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণে আমরা উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হব। এজন্যই মহাপুরুষের জীবনীপাঠ আমাদের উন্নত হবার প্রধান সোপান বিশেষ।

UNIT – IV (Writing)

'ঘ' গুচ্ছ : (লিখন)

২৪। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে নেতাজী ক্লাব পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে সময় ও স্থানের উল্লেখ করে একটি বিজ্ঞপ্তি রচনা কর। ৩

২৫। বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করার লক্ষ্যে একটি শ্লোগান রচনা কর। ৩

২৬। রাজনগর হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে ২৬ সেপ্টেম্বর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দুইশততম জন্মদিন পালিত হয়েছে। নিম্নোক্ত তথ্য অনুযায়ী এই অনুষ্ঠানের প্রতিবেদন রচনা কর। ৩

অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় সকাল এগারোটায় — সভাপতিত্ব করেন স্কুলের অধ্যক্ষ — বিদ্যাসাগরের জীবন ও কর্ম নিয়ে কয়েকজন আলোচনা করেন।

২৭। পরীক্ষার জন্য কিভাবে প্রস্তুত হয়েছ—সেই সংবাদ জানিয়ে তোমার বাবার কাছে একটি চিঠি লেখ। (চিঠিতে তোমর নাম লিখবে 'ক'। ঠিকানা লেখার প্রয়োজন নেই।) ৬

২৮। যে কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা কর ঃ ১০

(ক) তোমার প্রিয় গ্রন্থ।

(খ) নিরক্ষরতা দূরীকরণে ছাত্র সমাজের ভূমিকা।

(গ) কম্পিউটার ছাড়া বর্তমান জীবনযাত্রা অচল।

(ঘ) বিশ্ব উষ্ণায়ন।

UNIT – V (Functional Grammar)

'ঙ' গুচ্ছ : ব্যবহারিক ব্যাকরণ

২৯। সমাসের সংজ্ঞা লেখ ও উদাহরণ দাও। ২

৩০। প্রত্যয় কয় প্রকার ও কী কী? ২

৩১। কারক বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ ১×৩=৩

ক) তোমার দ্বারা এ কাজ হবার নয়।

খ) এ কলম দিয়ে লেখা যায় না।

গ) বিপদে মোরে রক্ষা কর।

৩২। অশুদ্ধি সংশোধন কর ঃ ১×৩=৩

মনযোগ, প্রাঙ্গন, মুমুর্ষু।